দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 3-1-AUG 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ -জনকণ্ঠ

ইডেন কলেজের দু'দল ছাত্রীর মধ্যে লাঠালাঠি হাতাহাতি ও চুলোচুলি ॥ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার॥ রাজধানীর ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শুক্রবার তৃতীয় দফা ছাত্রী সংঘর্ষের পর কর্তৃপক্ষ এ ঘোষণা দেয়। সংঘর্ষে অন্তত দশ ছাত্রী আহত হয়। ভাংচুর করা হয় কলেজের পুরনো হোস্টেলের ২০/২৫টি কক্ষ। এ সময় কলেজ গেটের বাইরে বিক্ষিপ্ত বোমাবাজি হয়। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ এ ঘটনার জন্য পরস্পরকে দায়ী করেছে।

জানা যায়, সংঘর্ষ চলাকালে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ছাত্রীকর্মীরা লাঠালাঠি ও চুলোচুলিতে লিপ্ত হয়। পাপিয়া নামে ছাত্রদলের এক কর্মীকে প্রহারের জের হিসাবে ঘটনার সূত্রপাত। এরও আগে গত ২৮ আগস্ট ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের ছাত্রীকর্মীদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে আসছিল।

-(১৫-এর পাতায় দেখুন)

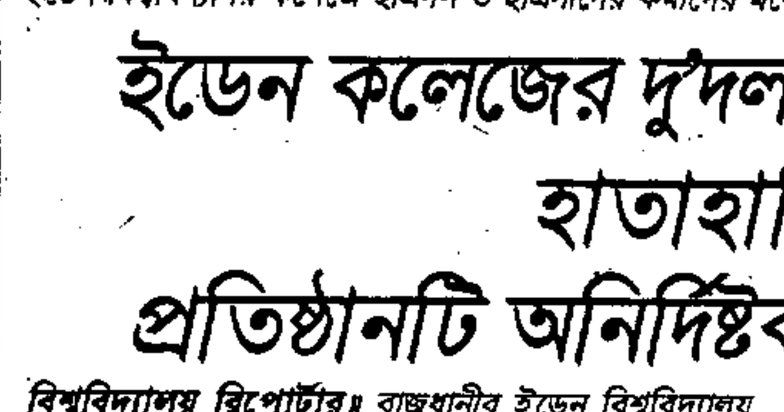

প্রতিপক্ষের চুল ধরে কুপোকাত করা হচ্ছে -জনকণ্ঠ

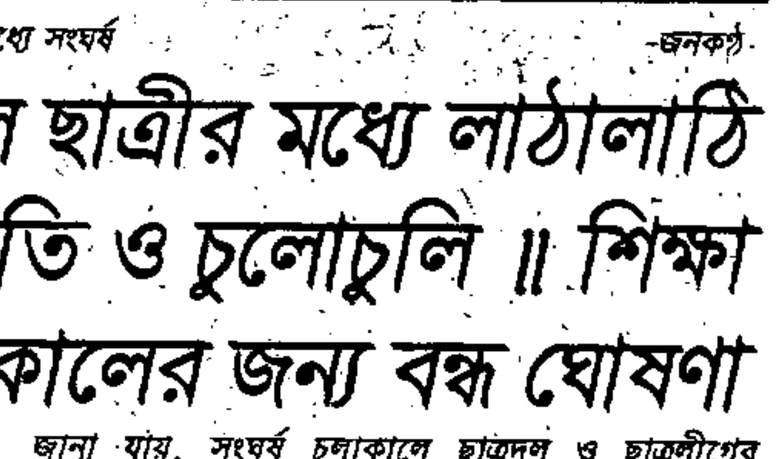

ইডেনে চুলোচুলি থামাতে পুলিশী তৎপরতা -জনকণ্ঠ

ইডেন কলেজের

(প্রথম পাতার পর)

বৃহস্পতিবার রাতে কলেজের পুরনো হোস্টেলে একদল পুরুষ সন্ত্রাসী হামলা চালালে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটায় ছাত্রদলের মেয়েরা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে মিছিল বের করে। এ সময় কলেজের প্রিন্সিপাল মহিলা পুলিশ নিয়ে পুরনো হোস্টেলে আসেন। ছাত্রদলের মেয়েরা তাঁকে ঘিরে রাখে এবং হোস্টেল বন্ধ না করার দাবি জানায়, পরে পুলিশ প্রিন্সিপালকে ছাত্রদল কর্মীদের হাত থেকে উদ্ধার করে। এদিকে সাড়ে বারোটায় ছাত্রলীগের মেয়েরাও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে মিছিল বের করে। কলেজের মেনগেটের কাছে এ সময় ছাত্রদল কর্মী পাপিয়া ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে প্রহৃত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষই লিপ্ত হয় সংঘর্ষে। জানা যায়, ছাত্রীদের লাঠালাঠি, হাতাহাতি ও চুলোচুলি করার সময় পুরুষ পুলিশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মেয়েরা এ সময় পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে ইট-পাটকেলও নিক্ষেপ করে। কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরে সংঘর্ষ চলাকালে মেনগেটের বাইরে বোমাবাজির আওয়াজ শোনা যায়। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের স্থানীয় ছাত্রকর্মীরা এ বোমাবাজি করে বলে জানা যায়। সংঘর্ষ শেষ হবার পর ছাত্রদলের ছাত্রীরা পুরনো হোস্টেলে গিয়ে ২০/২৫টি কক্ষ ভাংচুর করে।

এদিকে সন্ত্রাসী ঘটনার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে। ছাত্রীদের বিকাল তিনটার মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এ ঘোষণায় সাধারণ ছাত্রীরা বিপদে পড়ে। হল ছেড়ে অনেক ছাত্রীকে রাস্তায় বসে থাকতে দেখা যায়। যাদের বাড়ি দূর-দূরান্তে তারা বাসের জন্য বাসস্ট্যান্ডে অপেক্ষা করতে থাকে।

ছাত্রলীগের বক্তব্য

ছাত্রলীগ ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এ ঘটনার জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করেছে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় এক নেত্রীর নেতৃত্বে কিছু সন্ত্রাসী উপর্যুপরি ছাত্রলীগ কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়ে আসছে। এমনকি তারা ছাত্রলীগ কর্মীদের হলে থাকার বিনিময়ে চাঁদা দাবি করে আসছে। সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ছাত্রলীগ কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদিকা হোসনে আরা হাসু। লিখিত বক্তব্যে বর্তমান কলেজ অধ্যক্ষার পদত্যাগ দাবি করা হয় এবং অবিলম্বে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে এনে কলেজ খুলে দেয়ার দাবি জানানো হয়।

ছাত্রদলের বক্তব্য

ছাত্রদল দাবি করেছে যে, ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় ছাত্রদলের প্রায় ৫০ জন কর্মী আহত হয়েছে। জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, স্থানীয় সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে বিনা উস্কানিতে ছাত্রদল কর্মীদের ওপর গত তিন দিন হামলা চালানো হয়। এদিকে ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুন্নবী সোহেল এক বিবৃতিতে ইডেন কলেজের এ ঘটনার জন্য ছাত্রলীগকে দায়ী করেন। তাঁরা হামলাকারী এসব সন্ত্রাসীর গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানান।